দৈনিক
ইত্তেফাক

20 MAY 2015
তারিখ ... 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ২

এনসিটিবির ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়দা লুটছে দুর্নীতিবাজরা

মুদ্রণ শিল্প সমিতির অভিযোগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) আমলাতান্ত্রিক হয়রানির কারণে বই বিতরণের ৫ মাস পরও বিল পাচ্ছে না মুদ্রাকররা। এ কারণে ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে দেউলিয়া হয়ে পড়ছেন অনেকে। মন্ত্রণালয় ও ডিপিই'র কোন না কোন চক্র এই বিল আটকে রেখেছে, বিনামূল্যে বই দেয়ার এই মহতী উদ্যোগকে নষ্ট করছে।

গতকাল মঙ্গলবার মতিঝিল এনসিটিবি ভবনে আয়োজিত এক 'প্রি-বিড মিটিং'য়ে এ অভিযোগ করেন মুদ্রণ শিল্প সমিতি'র নেতৃবৃন্দ।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে সভায় মুদ্রণ শিল্প সমিতি'র সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা বলেন, বই মুদ্রণের দরপত্র আহবান করে এনসিটিবি। কিন্তু বিল পরিশোধের দায়িত্ব ডিপিই'র কাছে কেন? এ দায়িত্বও এনসিটিবি'র কাছে থাকা উচিত। বিল পরিশোধের ক্ষমতা পেয়ে ডিপিই'র কর্মকর্তারা সীমাহীন দুর্নীতি ও ঘুষপ্রীতিতে লিপ্ত হয়েছেন।

তারা আরো বলেন, এনসিটিবি'র ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়দা লুটছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ চক্র। আমরা কাজ করেছি ১০০ ভাগ, বিল পেয়েছি ৮০ ভাগ। এই নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধ না করলে আগামী দরপত্রে আমরা অংশ নেব না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারাও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি অসাধু চক্র সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সফল এই উদ্যোগকে নস্যাৎ করতে মরিয়া। তারা প্রিন্টার্সদের ফাঁদে ফেলার যাবতীয় আয়োজন করেছে।

আনন্দ প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী রাব্বানী জব্বার বলেন, দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিল পাচ্ছে না। অথচ বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনমাস আগেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

প্রিন্টার্সদের বিল পরিশোধ না করলে ২১ মে দরপত্রে দেশের কোন মুদ্রাকর অংশ নেবে না এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ বলেন, লাগাতার হরতাল ও অবরোধের মধ্যে কী কষ্ট, কী পরিশ্রম করে আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সারাদেশে পাঠ্যবই পৌঁছে দিয়েছি, তা দেশের মানুষ জানে। অথচ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ডিপিই আমাদের ২০ শতাংশ বিল আটকে রেখেছে। আর আমরা ব্যাংক ঋণের সুদ টেনে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছি।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বলেন, আমি স্ত্রীর গহনা, ফ্ল্যাট ব্যাংকে বন্ধক দিয়ে সরকারের পাঠ্যবই ছেপে সরবরাহ করেছি। অথচ বিল পরিশোধ করা হচ্ছে না।

সভার এক পর্যায়ে তোপের মুখে পড়েন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপসচিব নুজাত জাহান। তিনি বলেন, বই মুদ্রণের পুরো কাজটি পিইডিপি-৩ এর (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) অধীনে। বই মুদ্রণের ১০ ভাগ টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। কাজেই তাদের কিছু নিয়মকানুন আমাদের মানতে হয়। মুদ্রাকরদেরও তা মানতে হবে। এ সময় মুদ্রাকররা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে থাকেন।

এনসিটিবি'র সদস্য প্রফেসর রতন সিদ্দিকী বলেন, অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যা যৌক্তিক হয়নি। বিনামূল্যে বই বিতরণ সরকারের অনেকগুলো সফল প্রজেক্টের মধ্যে একটি। এটিকে কোনক্রমেই নষ্ট করা যাবে না।